রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৫ সনের ৪৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ২৬, ২০১৫

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৩৩—৮৩৬
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭৫৩—১৭৬৯
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫৮৯—১৬০৮
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ ভাদ্র ১৪২২/৩১ আগস্ট ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৯.১৪.৩৮০—যেহেতু, জনাব মোঃ সাইদুজ্জামান (পরিচিতি নং-১৫৮৬০), উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল গত ২৪-৪-২০১২ হতে ১৭-০৭-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি), রমনা সার্কেল, ঢাকা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উক্ত কর্মকালে তাঁর বিরুদ্ধে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা কর্তৃক অতি বিলম্বে তথ্য গোপন করে প্রেরিত প্রতিবেদন যাচাই না করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরণ, অনৈতিক আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে ০২/১৩ নং মিস মোকদ্দমায় খতিয়ান সংশোধনের আদেশ প্রদান এবং পুরো আর্থিক সুবিধা না পাওয়ায় উক্ত আদেশ বাতিল করা ইত্যাদি অভিযোগ পাওয়া যায়;

যেহেতু, উক্ত অপরাধে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) এবং ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতিপরায়ণতা (Corruption)" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ১১-১১-২০১৪ তারিখ লিখিত জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০১-০২-২০১৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনা করে বিষয়টি তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় জনাব সোলতান আহমদ (৪৫০৭), যুগ্মসচিব (তদন্ত-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ড. মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ১২-০৭-২০১৫ তারিখ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতিপরায়ণতা (Corruption)" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয় নি মর্মে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) এবং ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতিপরায়ণতা (Corruption)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ সাইদুজ্জামান (১৫৮৬০)-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) এবং ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ (Misconduct)" এবং "দুর্নীতিপরায়ণতা (Corruption)" এর অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৬ ভাদ্র, ১৪২২/৩১ আগস্ট ২০১৫

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৫.২০১৩-৩৩৬—যেহেতু, জনাব মোঃ কবির হোসেন সরদার (১৫১৯৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত, সাভার উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার পদে কর্মকালে রানা প্লাজা পরিদর্শন শেষে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ইটিভি-কে ভবনটি ঝুঁকিহীন মর্মে বক্তব্য দেন। দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা এবং রানা প্লাজা ধ্বংসের পর বিষয়টি তাঁর নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে দায়িত্বহীনতা ও কর্তব্য কাজে অবহেলার পরিচয় দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা এর অভিযোগ এবং এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতির প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুসারে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর দায়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কৈফিয়তের জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ২৯-৯-২০১৩ তারিখে বিভাগীয় মামলার বিষয়ে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে ঘটনা প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপণের সম্ভাবনা থাকায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ সবুর হোসেন (৬৫৫২), উপসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা গত ১৯-০৩-২০১৪ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ কবির হোসেন সরদার (১৫১৯৬)-এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় মামলা সংশ্লিষ্ট নথি ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী প্রমাণিত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(৩) (এ) বিধি মোতাবেক তাঁকে ২ বছরের জন্য "নিম্ন পদে নামিয়ে দেয়ার (Reduction to a lower post)" গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২২-০২-২০১৫ তারিখে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন। জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় জনাব মোঃ কবির হোসেন সরদার (১৫১৯৬)-কে ২ বছরের জন্য "নিম্ন পদে নামিয়ে দেয়ার (Reduction to a lower post)" গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়;

যেহেতু, প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন এর মতামত চাওয়া হলে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন জনাব মোঃ কবির হোসেন সরদার (১৫১৯৬)-কে ২ বছরের জন্য "নিম্ন পদে নামিয়ে দেয়ার (Reduction to a lower post) গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, জনাব মোঃ কবির হোসেন সরদার (১৫১৯৬)-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(এ) বিধি মোতাবেক আদেশ জারির তারিখ হতে ২ বছরের জন্য "নিম্ন পদে নামিয়ে দেয়ার (Reduction to a lower post)" অর্থাৎ ১৮৫০০—৮০০×১৪-২৯৭০০ টাকার বেতন স্কেলের নিম্ন স্কেল ১৫০০০—৭০০×১৬-২৬২০০ টাকার স্কেলে ২১,৩০০/- টাকার মূল বেতনে সহকারী কমিশনার/সহকারী সচিব পদে নামিয়ে দেয়ার গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ কবির হোসেন সরদার (১৫১৯৬), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত)-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর কারণ দর্শানোর জবাব, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে বর্ণিত "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(এ) বিধি মোতাবেক আদেশ জারির তারিখ হতে ২ বছরের জন্য "নিম্ন পদে নামিয়ে দেয়ার (Reduction to a lower post)" অর্থাৎ ১৮৫০০–৮০০×১৪-২৯৭০০ টাকার বেতন স্কেলের নিম্ন স্কেল ১৫০০০–৭০০×১৬-২৬২০০ টাকার স্কেলে ২১,৩০০/- টাকার মূল বেতনে সহকারী কমিশনার/সহকারী সচিব পদে নামিয়ে দেয়ার গুরুদণ্ড আরোপ করা হল। পদাবনতি বলবৎ থাকার সময়কাল বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির জন্য গণনাযোগ্য হবে না। তবে দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১৮৫০০—৮০০×১৪-২৯৭০০ টাকার বেতন স্কেলে প্রত্যাবর্তন করবেন। তিনি কোন বকেয়া প্রাপ্য হবেন না। উল্লেখ্য, তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালকে "অসাধারণ ছুটি" হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সাময়িক বরখাস্তকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত খোরপোষ ভাতা ফেরত প্রদান করতে হবে না। একই সাথে তাঁর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৬.২০১৪-৩৩৭—যেহেতু, জনাব এস.এম মুনীর উদ্দিন (১৫৬২২), ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট এর বিরুদ্ধে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মকালে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গোলাপগঞ্জ উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-এর আওতায় গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে বাস্তবায়ন না করা; অসম্পন্ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবচিত্র গোপন রেখে স্থানীয় সরকার বিভাগে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা এবং অসমাপ্ত প্রকল্পের অপরিশোধিত ১,০০,০০০/ (এক লক্ষ) টাকা স্থানীয় সোনালী ব্যাংকের টি-১৮ নং হিসাব খাতে জমা রাখা ইত্যাদি অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুসারে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত ও ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্যে জানা যায় যে, বর্ষার কারণে এবং হাওড় অঞ্চলে মে/জুন মাসে প্রকল্প স্থলে পানি থাকায় ৭টি প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করা যায় নি বিধায় ৩০ জুন অর্থ বছর সমাপ্তির কারণে অগ্রিম অর্থ উত্তোলন করে টি-১৮ নং হিসাব খাতে জমা রাখা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা নিজের বদলীজনিত কারণে সরল বিশ্বাসে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে অনিষ্পন্ন প্রকল্পসমূহের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে স্থানীয় সরকার বিভাগকে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে বলা হলে স্থানীয় সরকার বিভাগ এ মর্মে অবহিত করে যে, ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এডিপির আওতায় গৃহীত ৩০টি প্রকল্পের মধ্যে ০৭ টি প্রকল্পের কাজ টানা বৃষ্টিপাত, প্রকল্প স্থানের দূরত্ব ও খারাপ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হয় নি, যা পরবর্তীতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

যেহেতু, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত উভয় পক্ষের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব এস. এম মুনীর উদ্দিন, গোলাপগঞ্জ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে কার্যকালে খারাপ আবহাওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করা না গেলেও পরবর্তীতে যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। অভিযুক্ত কর্মকর্তা সরল বিশ্বাসে অসমাপ্ত প্রকল্পের অর্থ পরবর্তীতে কাজ শেষে পরিশোধ করার নিমিত্ত স্থানীয় হিসাব খাতে জমা রাখেন এবং বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। এতে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় নি;

সেহেতু সার্বিক বিবেচনায় জনাব এস. এম মুনীর উদ্দিন (১৫৬২২)-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুসারে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৫.২০১৪-৩৩৮—যেহেতু, বেগম নাসরিন পারভীন (১৫৭১৮), সিনিয়র সহকারী সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মকালে সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদটি শূন্য থাকায় সহকারী কমিশনার (ভূমি)'র অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন;

যেহেতু, সহকারী কমিশনার (ভূমি)'র অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালে কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭-এর ধারা ০৬ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে উপস্থিত না হয়ে ভূমিহীনদের নিকট থেকে প্রাপ্ত আবেদনের মধ্য হতে ৮৪টি আবেদন প্রাথমিকভাবে বাছাই এবং ১৭ জন আবেদনকারী ভূমিহীন না হওয়া সত্ত্বেও বন্দোবস্ত কেস নথি সৃজন করে অনুমোদনের জন্য জেলা কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত কমিটি বরাবরে প্রেরণ করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুসারে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানোর জন্য বলা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করে ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে বিগত ২৯-০১-২০১৫ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত জবাব ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনান্তে প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জনাব আ. ন. ম কুদরুত-ই-খুদা, যুগ্মসচিব, আইন কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা ০৩-০৮-২০১৫ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে বেগম নাসরিন পারভীন (১৫৭১৮) এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় নি মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামত, বিভাগীয় মামলার নথি এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে বেগম নাসরিন পারভীন (১৫৭১৮) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, বেগম নাসরিন পারভীন (১৫৭১৮), সিনিয়র সহকারী সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রামপাল, বাগেরহাট) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ (Misconduct)" এর অভিযোগের দায় হতে তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

কল্যাণ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ শ্রাবণ ১৪২২/৩০ জুলাই ২০১৫

নং ০৫.০০.০০০০.১২৩.২২.০২১.১৪-৩০৪—স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (সাবেক সংস্থাপন মন্ত্রণালয়) কর্তৃক ১১ বৈশাখ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ/২৪ এপ্রিল ২০০০ খিস্টাব্দ তারিখে স্বাক্ষরিত সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল হস্তান্তর সমঝোতা স্মারক, ২০০০ ও ০৩-০৩-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে

অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের ০২-১১-২০১৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৫১.১৫.০০১.১৫-৮২ সংখ্যক স্মারকের সম্মতি ও অর্থ বিভাগের ০৫-০৫-২০১৫ তারিখের ০৭.১১০.০২০. ০৩.০৭.০০৯.২০১৩-৭২ সংখ্যক স্মারকের সম্মতির আলোকে সরকারি কর্মচারী হাসপাতালকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় হতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ভুতাপেক্ষভাবে ০৪ আগস্ট ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ হতে হস্তান্তর করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তপন চন্দ্র বনিক
যুগ্মসচিব।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়
মানব সম্পদ শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৮ শ্রাবণ ১৪২২/১২ আগস্ট ২০১৫

নং ১১.৩২১.০৪৫.৫২.০০.০৩৫.২০১১-৫০৮—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সহকারী সার্জেন্ট এ্যাট আর্মস জনাব রফিক আহমেদ পাটোয়ারী গত ২০-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ সোমবার সকাল ০৯.৪৫ ঘটিকায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজিউন)।

২। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সহকারী সার্জেন্ট এ্যাট আর্মস এর উক্ত একটি পদ ২০-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখ শূন্য হয়েছে।

স্পীকারের আদেশক্রমে

সেকেন্দার হায়াত রিজভী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫

নং ৮০.৪০১.০১৯.০০.০০.১৮৬.০৫(অংশ)-১০৪৪—তথ্য বিভ্রাট ও ঠিকানা গরমিলের কারণে ২৯তম বিসিএস পরীক্ষার বাতিলকৃত প্রার্থী জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল (রেজিঃ নং ০০০৮৭৩) এর তথ্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে ২৯তম বিসিএস এর সুপারিশকৃত মেধা তালিকার ১ম ১০ জনের মধ্যে ক্রমিক নং ১-এ প্রদর্শিত হওয়ার অভিযোগে এ সচিবালয়ের ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের ৯৫১ নং প্রজ্ঞাপনে প্রোগ্রামার জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক-কে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। পরবর্তীতে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি-৩(বি) অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় নিয়োগকৃত তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন এবং তার দাখিলকৃত ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথ এবং সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৪(২)(ই) অনুযায়ী তার বেতন স্কেল ৩ (তিন) বৎসরের জন্য টাইমস্কেলের নিম্নধাপে নামিয়ে দেওয়ার দণ্ড প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখের ৯৫১ নং স্মারকে প্রোগ্রামার জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক-কে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্তের প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা প্রত্যাহার করা হলো।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসরিন সুলতানা
উপপরিচালক (প্রশাসন-১)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা-৯ (কলেজ-৪)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩ কার্তিক ১৪২২/১৮ অক্টোবর ২০১৫

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭০.০২.০১৯.২০১৫-৪০০**—রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলাধীন পাংশা কলেজ ০৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ হতে জাতীয়করণ করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ জেড এম নূরুল হক
উপসচিব।